দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

সরকারি বই না পাওয়ায় মাদ্রাসা ছাড়ছে শিক্ষার্থীরা!

■ আসাদুজ্জামান দুলাল, কালকিনি (মাদারীপুর) সংবাদদাতা

চলতি শিক্ষাবর্ষের দু সপ্তাহ পার হলেও বিভিন্ন শ্রেণিতে বিনামূল্যে সরকারি নতুন বই নিতে না পাওয়ায় ২৬টি মাদ্রাসা ছেড়ে শিক্ষার্থীরা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। জানা গেছে, উপজেলায় ১৬টি দাখিল মাদ্রাসা, ৮টি ফাজিল মাদ্রাসা ও ২টি আলিম মাদ্রাসায় প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। ১ম, ৪র্থ ও ৭ম শ্রেণির সরকারি সবকটি বই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বই আংশিক বিতরণ করা হয়েছে। আর ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণিতে একটিও বই বিতরণ করা হয়নি। মোল্লারহাট ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মো. আবু রাফে বলেন, ৫ম শ্রেণিতে এবতেদায়ী পরীক্ষা, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া, ৮ম শ্রেণিতে জেডিসি পরীক্ষা ও ৯ম শ্রেণিতে দাখিল পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দ্রুত বই পেতে চায়। পাশের স্কুলে নতুন বই পেয়ে তারা সেখানে চলে যাচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিশ্বজিৎ রায় বলেন, হরতাল-অবরোধে পরিবহন সংকটের কারণে ঢাকা থেকে বই পাঠাতে পারেনি। দু'এক দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করছি।

মুক্তাগাছায় বই নিতে চাঁদা পরিশোধ বাধ্যতামূলক

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, মুক্তাগাছার ঐতিহ্যবাহী রাম কিশোর মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বই বিতরণের নামে কৌশলে বার্ষিক চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ঘোষিত বার্ষিক চাঁদা বাবদ ৫শ' টাকা না দিলে বই দেয়া হবে না বলে শর্ত জুড়ে দিচ্ছেন। অভিভাবকরা জানান, সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্টে লিপ্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই আইন করেছে। এব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, এই সুযোগে টাকা আদায় করা না গেলে পরে তা দিতে অভিভাবকরা অপারগতা ও নানা টালবাহানা করে থাকেন।